গাংনীতে গণপিটুনিতে চোর চক্রের এক সদস্যের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে ট্রাকের টায়ার চুরি করতে এসে গণপিটুনিতে অজ্ঞাত এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ জুন) ভোরে উপজেলার বামন্দী জামান ফিলিং স্টেশনের সামনে অবস্থিত খোকনের টায়ারের দোকানে এ ঘটনা ঘটে।

টায়ার ব্যবসায়ী তুষার আহমেদ জানান, ভোরের দিকে ৪ থেকে ৫ জনের একটি চোর চক্র তার দোকানের তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে টায়ার চুরির চেষ্টা করে। পাশের কক্ষ থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে বিষয়টি দেখতে পেয়ে তিনি দ্রুত দোকানে যান।

তিনি বলেন, “দোকানে গিয়ে চোর চক্রের এক সদস্যকে পেছন থেকে ধরে ফেলি এবং চিৎকার শুরু করি। আমার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এ সময় চক্রের অন্য সদস্যরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপে উঠে পালিয়ে যায়। তবে আটক যুবকটি পালাতে ব্যর্থ হয়।”

তিনি আরও জানান, পরে স্থানীয় লোকজন ওই যুবককে মারধর করে। একপর্যায়ে সে গুরুতর আহত হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।”

দর্শনার যদুপুরে সাপের কামড়ে

জামায়াত নেতার মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার যদুপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় সাপের কামড়ে বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও জামায়াত নেতা ক্বারী শাফায়াত উল্লাহর মৃত্যু হয়েছে।

মৃত ক্বারী শাফায়াত উল্লাহ যদুপুর গ্রামের কুমিল্লাপাড়া এলাকার শফিকুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দিবাগত রাতে ক্বারী শাফায়াত উল্লাহ নিজ বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত আনুমানিক ১টার দিকে ঘুমন্ত অবস্থায় একটি বিষধর সাপ তাকে কামড় দেয়।

পরে পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি টের পেয়ে দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার সকাল ৯টার দিকে তিনি মারা যান।

ক্বারী শাফায়াত উল্লাহ বেগমপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর ওলামা বিভাগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি এলাকায় একজন ধর্মপ্রাণ, সজ্জন ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

তার আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, স্থানীয় মুসল্লি ও রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেছেন।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, “বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের কেউ অবগত করেনি।”

কুষ্টিয়ায় নানাবাড়ি বেড়াতে এসে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

রিকশাচালকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রেজাউল ইসলাম (৪৮) নামে এক রিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (২৫ মে) দুপুরে পৌর শহরের মেইন বাসস্ট্যান্ড পাড়া এলাকায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

নিহত রেজাউল ইসলাম বাসস্ট্যান্ড পাড়ার মৃত জজ মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে রেজাউল ইসলাম নিজ বাড়ির ঘরের মেঝেতে শুয়ে ছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত ফ্যানের সঙ্গে সংযুক্ত একটি মাল্টিপ্লাগে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কোটচাঁদপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রহিম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় গড়াই নদীতে গোসলে নেমে ২ বন্ধুর মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় এসএসসি পরীক্ষা শেষে গড়াই নদীতে গোসল করতে নেমে অপূর্ব ইফতি তাইফ (১৮) এবং সাকিবুল ইসলাম (১৯) নামে দুই বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া গড়াই নদীর হরিপুর ব্রিজের নিচে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত শিক্ষার্থী অপূর্ব ইফতি তাইফ শহরের সাইফুল ইসলামের ছেলে এবং সাকিবুল ইসলাম নুরুল ইসলামের ছেলে। তারা দুজনই এ বছর এসএসসি

পরীক্ষায় অংশ নেয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তাইফ দি ওল্ড কুষ্টিয়া হাই স্কুল এবং সাকিবুল কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরীক্ষা শেষে দুই বন্ধু গড়াই নদীতে গোসল করতে নামলে একপর্যায়ে তারা পানিতে তলিয়ে যায়।

বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দারা টের পেয়ে তাদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক মো. ওয়াদুদ হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।’

ঝিনাইদহে ধান উড়াতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামী- স্ত্রীর মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গাগান্না গ্রামে ধান উড়ানোর ফ্যানে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (১৮ মে) সকাল ৬টার দিকে উপজেলার গাগান্না গ্রামের মজিবর খা (৫৫) ও তার স্ত্রী মোমেনা খাতুন (৪০) ধান উড়ানোর জন্য স্ট্যান্ড ফ্যানে সংযোগ দিতে যাচ্ছিল এসময় ফ্যানের পুরা বডিতে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে যায় এসময় তার স্বামী ফ্যানের আঘাতে ছিটকে পড়লে স্ত্রী উদ্ধার করতে যায় এবস্থায় দুজনেই বিদ্যুতায়িত হয়ে এক সাথে মৃত্যু বরণ করেণ।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সোমবার ভোরের কুয়াশা কাটার আগেই মাঠের সোনালী ধান পরিষ্কার করার জন্য মজিবর খান ঘরের বৈদ্যুতিক ফ্যানটি ঠিক করতে যান। কিন্তু তিনি জানতেন না, ওই ফ্যানে সমস্যা আছে। ফ্যানে হাত দেওয়া মাত্রই বিদ্যুতের তীব্র

আঘাতে ছটফট করে ওঠেন মজিবর।

ঠিক সেই মুহূর্তে, ঘরের ভেতর থেকে স্বামীর এই মরণ-চিৎকার শুনতে পান স্ত্রী মোমেনা খাতুন। চোখের সামনে নিজের জীবনের চেয়েও প্রিয় মানুষকে মৃত্যুর মুখে ছটফট করতে দেখে মোমেনা আর নিজের অস্তিত্বের কথা ভাবেননি। কোনোরকম আত্মরক্ষার চিন্তা না করে, স্বামীকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে স্বামীকে টেনে তুলতে চেয়েছিলেন।

কিন্তুস্বামীকে তো ফেরানো গেলই না, উল্টো সেই মরণ-ফাঁদ কেড়ে নিল মোমেনার প্রাণও। আর সেই শেষ আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই চিরতরে নিথর হয়ে গেল দুটি হৃদয়।

মুহূর্তের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে স্তব্ধ হয়ে যায় পুরো এলাকা। বাবা-মায়ের এমন আকস্মিক ও বীভৎস মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে আসে সন্তানরা। উঠোনে ছড়িয়ে থাকা ধান আর তার মাঝে শুইয়ে রাখা বাবা- মায়ের নিথর দেহের ওপর আছড়ে পড়ে তাদের বুক ফাটানো আর্তনাদ”ও আব্বা, ও আম্মা, তোমরা কথা কও না কেন? আমাদের একা থুয়ে তোমরা একসাথে কই চলে গেলা!” সন্তানদের এই গগনবিদারী আহাজারিতে সেখানে উপস্থিত শত শত প্রতিবেশীর চোখ ফেটে জল নেমে আসে ।

সোনার ফসল ঘরে তোলার আনন্দকে এক নিমেষে এক বুক বিষাদে পরিণত করে, সন্তানদের বুকে এক জনমের শূন্যতা এঁকে দিয়ে মজিবর ও মোমেনা চলে গেলেন এক অন্তহীন না ফেরার দেশে। গাগান্না গ্রামের প্রতিটি ঘরে আজ উনুন জ্বলেনি, বিষাদের এক কাল মেঘ যেন থমকে আছে পুরো জনপদ।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসাদুজ্জামন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন বিদ্যুস্পষ্টে আজ সকালে গাগান্না গ্রামের মজিবর খা ও তার স্ত্রী নিহত হয়েছেন বলেন জেনেছি।

গাংনীতে চিকিৎসা নেয়ার এক সপ্তাহ পরে মৃত্যু হলো সাপে কাটা রোগীর

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামের ত্রিশ বছর বয়সি কৃষক সেন্টু মিয়াকে গত ৯ মে বিকেলে ধান বাধায়ের কাজ করার সময় অচেনা এক বিষাক্ত সাপ তার ডান হাতে কামড় দেয়।

তাৎক্ষণিক মাঠে কর্মরত কৃষকরা সেন্টু মিয়া দেরি না করে দ্রুত নিজ বাড়িতে চলে আসেন এবং সাপে কামড়ের বিষয়টি পরিবারের লোকজনকে বলে।

পরিবারের দুজনকে সাথে নিয়ে মটরসাইকেল যোগে চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে পথে সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

পরে আহত অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে দুদিন ধরে চিকিৎসা নিলেও শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হলে সেখান থেকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে গত ১৫ মে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন।

পুনরায় গতকাল শনিবার সকালে সেন্টু মিয়ার শ্বাস কষ্ট শুরু হলে স্থানীয় বামন্দী একটি ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসলে চিকিৎসক রক্তের পরিক্ষা দেয়।

পরে রক্তের রিপোর্ট দেখে চিকিৎসক জানান তার শরীরে থাকা রক্তে পয়জন আছে। পরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেয়ার পথে সেন্টু মিয়া মৃত্যু বরণ করে।

নিহত সেন্টু মিয়া কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার চরদিয়ার গ্রামের নজরুল ইসলামের পুত্র। এবং গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের রিনা খাতুনের সাথে বিবাহের পর থেকে শশুর বাড়ি এলাকায় জমি কিনে বসবাস করছেন।

নিহতের শ্যালক আজগর আলী বলেন,সেন্টু অর্থনৈতিক ভাবে খুব দরিদ্র হলেও মানুষ হিসেবে খুব ভালো ছিলো। তার এক ছেলে এক মেয়ে রয়েছে। আর তার স্ত্রী রিনা খাতুনের এক সপ্তাহের মধ্যে আরেকটি বাচ্চা প্রসব করবে। অথচ সেন্টু সবাইকে ছেড়ে পৃথিবী থেকে চলে গেলো।

জানি ডাক্তাররা রোগীকে বাচানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। তবে রোগীকে সম্পূর্ণ ভাবে বিষ মুক্ত হয়েছে কিনা? তা পরিক্ষা না করে রিলিজ দেয়া ঠিক হয়নি। এই একটি বাচ্চা পৃথিবীতে আসার আগেও বাবা হারা হলো। এই দায় ডাক্তার সাহেব কিভাবে এড়িয়ে যাবেন? আপনারাই বলেন।

দামুড়হুদায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে কলেজছাত্রীর মৃত্যু

দামুড়হুদায় চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে আঞ্জুমান আরা (২১) নামের এক কলেজছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বিকেলে উপজেলার মোক্তারপুর ঈদগাহ সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আঞ্জুমান আরা দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের কুনিয়া চাঁদপুর মাদরাসাপাড়ার আয়নালের মেয়ে এবং চুয়াডাঙ্গা সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজের ইন্টার দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন।

নিহতের খালাতো ভাই সোহাগ বলেন, খালাতো বোনকে নিয়ে তিনি মোটরসাইকেলে করে নিজ বাড়ি থেকে মুন্সিপুরে নানির বাড়িতে যাচ্ছিলেন। পথে মোক্তারপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা শ্যালো ইঞ্জিনচালিত অবৈধ লাটাহাম্বারের সঙ্গে আঞ্জুমান আরার কাঁধে থাকা ব্যাগ আটকে যায়। এতে তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. আফরিনা ইসলাম বলেন, আনুমানিক সন্ধ্যা ৭টার দিকে আঞ্জুমান আরাকে হাসপাতালে আনা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মোটরসাইকেল থেকে পড়ে মাথায়

দামুড়হুদায় বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী পীরপুরকুল্লা গ্রামের মাঠে বজ্রপাতে শহিদুল ইসলাম (৪৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই গ্রামের মাসিমুদ্দিনের ছেলে।

বুধবার (১৩ মে) সন্ধ্যায় উপজেলার পীরপুরকুল্লা মাঠে ধান গোছানোর কাজ করছিলেন শহিদুল ইসলাম। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করতে গেলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত হন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কৃষিকাজের জন্য মাঠে অবস্থানকালে আকস্মিক বজ্রপাতে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। এতে তার মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।